খবরে প্রতিবাদ

Khabare Pratibad ● Agartala ● 2nd Year ● Issue - 58 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 12 September, 2025 ● ২৬ ভাদ্র, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন কলকাতায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেল

খবরে প্রতিবাদ,১১সেপ্টেম্বর।। সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার সাথে সাক্ষাৎ করেন কলকাতায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেল ক্যাথি জাইলস ডিয়াজ। আজ সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সচিবালয়ে কলকাতায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেল ক্যাথি জাইলস ডিয়াজের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিনি। এদিন দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করা, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিনিয়োগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়।

আগরতলায় ২২০টিরও বেশি বড় দুর্গাপূজা হচ্ছে জেলা শাসক

খবরে প্রতিবাদ,১১সেপ্টেম্বর।। আগরতলায় ২২০টিরও বেশি বড় দুর্গাপূজা হচ্ছে। আজ আগরতলা টাউনহলে পূজা উদ্যোক্তা, ডেকোরেটর, সাউন্ড সিস্টেম প্রোভাইডারদের নিয়ে বৈঠক করেন জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপার নমিত পাঠক। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলা শাসক ড: বিশাল কুমার বলেন, সামনেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। উৎসবকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন পূজা উদ্যোক্তারা। এই প্রেক্ষাপটে আজ পশ্চিম জেলার পূজা উদ্যোক্তাদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও, মূলত দুর্গাপূজাকে শান্তিপূর্ণভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। পূজা উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজধানীতে ড্রেনের কাজ চলায় রাস্তার পরিধি কিছুটা সংকুচিত হয়েছে। তাই ক্লাবগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে নির্দিষ্ট রাস্তার সীমানা অতিক্রম করে আলোকসজ্জা না করা হয়। অন্যথায় যানবাহন চলাচলে চরম বিঘ্ন ঘটবে। প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট ক্লাবগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, প্রয়োজনে পূজা আয়োজন বন্ধ করে দেওয়া হবে বলেও সতর্কবার্তা দেন তিনি।

মথা পরিচালিত জম্পুই জলায় দিব্যাঙ্গ ভাতা থেকে বঞ্চনার শিকার দুই মেয়ে

খবরে প্রতিবাদ,১১সেপ্টেম্বর।। কেবল থান্সা আর জাতিগত রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত তিপ্রা মথা। তারা আদতে মানব সেবায় নিয়োজিত নাম কা ওয়াস্তে। আর তাই তিপ্রা মথা পরিচালিত টাকারজলা বিধানসভার জম্পুই জলার এক হতদরিদ্র পরিবার সামান্য সরকারি ভাটা টুকুর জন্যে আজ চোখের জল ফেলছে। নজর নেই নেতা মন্ত্রী, আমলা দের। পরিবারে দুইজন কন্যা সন্তান। দুই জনই দিব্যাঙ্গ। জন্মের দু বছর পর থেকেই তারা দিব্যাঙ্গ হয়ে পরে। পরিবারটি অন্তঃদয়। নুন আনতে পান্তা ফুরাবার মতো অবস্থা তাদের। কোনরকমে দিন কাটে। বাবা পরের রাবার বাগানে টেপার এর কাজ করে দুই মেয়ে এবং স্ত্রী নিয়ে সংসার প্রতিপালন করছেন। বাবার নাম মুক্তা রাই কলই। মায়ের নাম শ্যামপ্রি কলই। বাড়ি জম্পুই জলা আর ডি ব্লকের অন্তর্গত থেলাখুং ভিলেজের তিন নং কলোনি পাড়া এলাকায়। দুই দিব্যাঙ্গ মেয়ের একজনের বয়স ১৩ একজনের ১২। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের দিব্যাঙ্গ ভাতার ব্যবস্থা হয়নি। বেশ কয়েকবার বিকলাঙ্গ সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য সিপাহীজলা জেলা দিব্যাঙ্গ অফিসে গাড়ি রিজার্ভ করে ৮০০ টাকা অটো ভাড়া দিয়ে দুই মেয়েকে নিয়ে আসেন হতদরিদ্র বাবা মা। কিন্তু কাজ হয়নি। পাননি তারা সার্টিফিকেট। মেডিকেল বোর্ড তাদেরকে এখনো সার্টিফিকেট দেয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তারা। এদিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে আবারো বিশ্রামগঞ্জ স্থিত জেলা দিব্যাঙ্গ পুনর্বাসন কেন্দ্রের আসেন সপরিবারের। প্রশাসন রাজনৈতিক নেতৃত্ব জনপ্রতিনিধি কেউ তাদের দিকে ফিরে তাকায় না বলে অভিযোগ। বিশ্রামগঞ্জ জেলা দিব্যাঙ্গ পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রতিমাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার চিকিৎসকদের নিয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড বসে। সেই বোর্ড বিকলাঙ্গদের দেখে সার্টিফিকেট ইস্যু করে। তারপর সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে তাদের ভাতা মঞ্জুর হয়। তাই বৃহস্পতিবার তাদের ন্যায্য ভাতার জন্যে তারা দিব্যাঙ্গ পুনর্বাসন কেন্দ্রে ছুটে এসেছেন। এসেই নিজেদের দুঃখের কথা গুলো বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তারা। তাদের বাড়িটি মূলত টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। সেই বিধানসভা কেন্দ্র টি মূলত তিপ্রা মথা দ্বারা পরিচালিত। ভোটের প্রাক্কালে মথা জনজাতি দের সার্বিক সুযোগ সুবিধা এবং উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিলেও তারা আদতে কতটা কি করছেন সেটার প্রমাণ প্রায়শই মিলছে। এই দিব্যাঙ্গ পরিবার টির দিকেও ফিরে তাকায়নি মথার জনপ্রতিনিধি। এবার ঘটনার খবর প্রচারিত হবার পর রাজ্য সরকার পরিবার টির দিকে ফিরে টাকায় কিনা এবং মেয়ে দুটোর ভাতার বন্দোবস্ত হয় কিনা সেটাই দেখার বিষয়।

নেপালে আটকে পড়েছেন আগরতলার স্বপ্নজিত চৌধুরী, দিশেহারা পরিবার

খবরে প্রতিবাদ,১১সেপ্টেম্বর।। নেপালে চলতে থাকা রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে আটকা পড়েছেন ত্রিপুরার ছেলে স্বপ্নজিত চৌধুরী। জানা যায়, গত ৪ সেপ্টেম্বর একটি সেমিনারে যোগ দিতে নেপালে গেছিলেন তিনি। পুরাতন আগরতলার বাসিন্দা খোকন চৌধুরীর ছেলে স্বপ্নজিত বর্তমানে কলকাতা থেকে পিএইচডি করছেন। গত ৪ সেপ্টেম্বর তিনি একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দিতে নেপালে গিয়েছিলেন। সেখানে সেমিনার শেষ হয় ৮ সেপ্টেম্বর। পরের দিনই তাঁর কলকাতা ফেরার কথা ছিল। কিন্তু সেদিন রাত থেকেই নেপালে পরিস্থিতি হঠাৎ উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে সেখানেই আটকে পড়েন তারা। তার বাবা জানিয়েছেন, সেখানে আটকে পড়েন ওই সেমিনারে যোগ দেওয়া আরো ৪০জন ভারতীয় ছাত্রছাত্রী। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নেটওয়ার্ক পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় টানা দু'দিন স্বপ্নজিতের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করতে পারেননি তাঁর বাবা-মা। এই সময়টুকু প্রবল উৎকণ্ঠায় কাটিয়েছেন তাঁরা। পরে কোনওভাবে যোগাযোগ স্থাপিত হলেও, এখনও ছেলে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারবে কি না তা নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় রয়েছেন পরিবার। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার যেন তাদের ছেলেকে ভারতে ফিরে আসতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন সেই অনুরোধ জানিয়েছেন স্বপ্নজিতের বাবা — মা। স্বপ্নজিতের বাবা খোকন চৌধুরী জানিয়েছেন, ছেলের সেমিনার শেষ হওয়ার পর কলকাতা ফেরার কথা ছিল। হঠাৎ সবকিছু পাল্টে গেল। প্রথম দু'দিন কোনও খবরই পাইনি, পরে যোগাযোগ হলেও ওর অবস্থার কথা ভেবে খুব চিন্তায় রয়েছেন। সরকারের কাছে আবেদন জানান, যত দ্রুত সম্ভব ছেলেকে এবং অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা হোক। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে নেপালে যুবসমাজের ভয়াবহ আন্দোলন ঘিরে তীব্র অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। রাজধানী কাঠমাণ্ডুসহ একাধিক জায়গায় অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর এবং অবরোধের ঘটনা ঘটছে। ফলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিদেশি নাগরিকরাও চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। বাতিল হচ্ছে একের পর এক আন্তর্জাতিক ফ্লাইট, সীমান্তে কড়াকড়ি বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে সেখানে আটকে থাকা ভারতীয়দের নিয়ে চরম উৎকণ্ঠায় রয়েছেন তাদের পরিবারের সদস্যরা।

বিল্টু সিনহা হত্যা মামলায় বেকসুর খালাশ ১৮ জন

খবরে প্রতিবাদ,১১সেপ্টেম্বর।। উদয়পুরে বিল্টু সাহা হত্যা কাণ্ডে ১৮ জন কে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সেই মামলার সুনানি চলছিল দীর্ঘ ৬ বছর যাবত। অবশেষে সেই মামলায় যাবতীয় সাক্ষ্য বাক্য গ্রহনের পর ১৮ জন কে নির্দোষ ঘোষণা করে খালাস করেছেন। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ১৪ ই আগস্ট রাতে বাগমা বাজারে আর এস এস কর্মী বিল্টু সিনহা কে কে বা কাহার গুরুতর আক্রমণ চালিয়ে তাকে আহত করেছিল। তাকে প্রথমে গোমতী জেলা হাসপাতাল তারপর জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তৎকালীন জৈনক আর এস এস কর্মী নিত্যানন্দ দেবনাথ এই ঘটনার দায়ে স্বদলীয় কিছু কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। তার মধ্যে তৎকালীন বিজেপির জেলা কমিটির সম্পাদক তথা বর্তমান কংগ্রেস জেলা কমিটির সভাপতি টিটন পাল , তৎকালীন পূর্ব বার ভাইয়া পঞ্চায়েত উপ প্রধান উওম পাল (বর্তমান জেলা কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক) , প্রদীপ সরকার তৎকালীন বিজেপি বুথ সভাপতি (বর্তমান ব্লক কংগ্রেস সম্পাদক) , তরুণ ঘোষ তৎকালীন কড়ইয়ামুড়া পঞ্চায়েতের বিজেপি নির্বাচিত সদস্য (বর্তমান জেলা কংগ্রেস কোষাধ্যক্ষ), বিমল পাল তৎকালীন বিজেপি বুথ সভাপতি (বর্তমান ব্লক কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক, অভিজিৎ মজুমদার বিজেপির তৎকালীন বারভাইয়া পঞ্চায়েত প্রধান (বর্তমান বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য), বিষ্ণু ঘোষ তৎকালীন বিজেপি বুথ সভাপতি, গৌরাঙ্গ ঘোষ তৎকালীন বাগমা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সহ ১৮ জন ছিল। তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা খুনের মামলা নং ও ধারা ষ্ট১৮/২০২১ ডড়/ন -১৪৮ ,১৪৯, ৩২৩,৩০২,৫০৬ দ্ব জদ্রত্মখদ্র ঞ্চত্রদ্রথন ঋদ্রত্মত্র। দীর্ঘ মামলা শুনানির পর আজ এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেসান জজ মামলার রায় দান করেন। রায়দানে সবাই কে নির্দোষ ঘোষণা করেন। আসামীর পক্ষে মামলা লড়েন হাইকোর্টে আইনজীবী পিযুষ বিশ্বাস, আইনজীবী কাজল দাস, আইনজীবী কুন্তল দাস। এই রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন মুক্তি পাওয়া সকলেই।

রিশা নিয়ে বিরোধী দলনেতার করা মন্তব্যের প্রতিবাদে মান্দাইয়ে বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল

খবরে প্রতিবাদ,১১সেপ্টেম্বর।। ঐ যে , কাজ নেই তো খই ভাঁজ। বিজেপির হয়েছে ঠিক অমন দশা। ফোকাসে থাকতে কিছু একটা তো চাই। তাই যে কোনো কিছু কে ইস্যু বানিয়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছে এরা। ত্রিপুরার পাহাড়ের জনজাতি দের কষ্টের দিনে যাদের পাশে পাওয়া যায়না তারাই এখন জনজাতি দের সংস্কৃতি কে অপমানিত করার ইস্যু নিয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে। প্রসঙ্গত, বুধবার আমবাসায় বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী কে কালো পয়াতাকা দেখিয়ে গো ব্যাক শ্লোগান দেয় বিজেপির জনজাতি মোর্চা। উনি নাকি জনজাতি দের ট্রেডীশানাল পোশাক রিশা কে অপমানিত করেছেন। সেই নিয়ে উনাকে ক্ষমা চাইতে দাবী তুলেন তারা। এদিনই এই ঘটনা প্রসঙ্গে উনি নিজের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন, রিশা এমন একটি বস্ত্র যাকে আজকাল মানুষ মাথায়, গলায় কিংবা কাঁধে পরিধান করে। উনি একটি রিশা উনার চেয়ারে উনার মেরুদণ্ড বরাবর রেখে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন। উনার মেরুদণ্ড বরাবর ছিল রিশা টি। উনি এর মধ্যে দিয়ে রিশা কে অপমানিত নয় বরং আরও বেশি সম্মান প্রদান করেছেন। উনার এই স্পষ্টীকরণ সামাজিক মাধ্যমে প্রচার হতেই আজ বৃহস্পতিবার আবারো আন্দোলনে মুখরিত বিজেপির জনজাতি সমর্থকেরা। এদিন ১১ মান্দাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি সমর্থিত দের পক্ষ থেকে উনার এই প্রতিক্রিয়া কে ধিক জানিয়ে আবারো প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। বলা বাহুল্য ত্রিপুরা রাজ্যে, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সব কিছু যেখানে একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে সেই সমস্ত ইস্যু নিয়ে কথা বলার মত মানসিকতা কিংবা ইচ্ছে নেই যাদের তারা ক্ষণে ক্ষণে কিছু অবাঞ্চিত ইস্যু কে ঘিরে ক্যামেরার ফোকাসে টিকে থাকার রাস্তা খুঁজে চলেছে। এমনটাই বার্তা দিচ্ছেন বিরোধী শিবির গুলো। এদিনের এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপি ১১ মান্দাই বাজার মণ্ডল সভাপতি অভিজিৎ দেববর্মা,মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় দেববর্মা সহ দলীয় কর্মী সমর্থকরা। তারা দাবী করেছেন যে বিজেপি সরকার তাদের জন্যে অভূতপূর্ব কাজ করেছে, যা বামেরা কখনোই করেনি। যদিও ত্রিপুরার ২৫ বছরের বাম আমলে জনজাতিরা কতটা উন্নত হয়েছে তার প্রমাণ আজো লিপিবদ্ধও রয়েছে সরকারি দফতরের খাতে।

৫. দুর্গা পুজো শান্তিপূর্ণ ভাবে পরিচালনা প্রসঙ্গে সদর জেলা প্রশাসনের জরুরি বৈঠক

খবরে প্রতিবাদ,১১সেপ্টেম্বর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার নমিত পাঠক এর উদ্যোগে শুভ শারদীয়া ও দীপাবলির উপলক্ষে দুর্গোৎসবের দিনগুলিতে শান্তি শৃঙ্খলা সুনিশ্চিত করতে পূজা উদ্যোক্তাদের সহিত বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা টাউনহলে। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক ও পশ্চিম জেলার জেলাশাসক বিশাল কুমার সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই আলোচনা সভায় আগতলা শহরের বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তারা ও শামিল হন। তাদের সাথে এবারের পুজোয় সাউন্ড সিস্টেম এর ব্যবহার , পুজো চলাকালিন আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এছারা বিগত বছরে প্রশাসনিক ভাবে যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি রয়ে গেছে সেগুলি এবছর সংশোধন করার চেস্তা করা হবে বলে আশ্বস্ত করা হয়। বিস্তারিত জানিয়ে জেলা শাসক ডঃ বিশাল কুমার বলেন, দুর্গা পুজো ত্রিপুরা রাজ্যের আপামর জনসাধারণের জন্যে একটি আনন্দ উৎসব। সবাই মিলে মিশে এই উৎসবে অংশ গ্রহন করবেন। আনন্দ উপভোগ করবেন। এক্ষেত্রে যাতে কারো কোনো ধরণের অসুবিধা না হয় সেদিকে নজর দারি রাখা পুজো উদ্যোক্তাদের ও কর্তব্য। তার পাশপাশি পুজো চলাকালীন রাজ্যের সব দিকে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে ও নজরদারি রাখতে হবে। আগরতলা শহরের বুকে এ বছর ২২০ থেকে ২৩০ টির মতো বড় বাজেটের পুজো হচ্ছে। তার সঙ্গে রয়েছে অগনিত ছোট ছোট পুজো। সব ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটসাঁট রাখা হবে। এছাড়াও বিগত দিনে পুজো কালীন অবস্থায় বাড়ি ঘরে চুরি চামারি , অপরাধ মূলক যে সমস্ত ঘটনা বলি ঘটেছে সেগুলো কে প্রতিহত করতে আরও ডবল পুলিশ মোতায়েন করা থাকবে বলেও জানানো হয়েছে। সার্বিক ভাবে পুজোর দিন গুলো যাতে সবার আনন্দের সাথে কাটে সেদিকে নজর রাখতে সকলেত আহ্বান জানানো হয়েছে।

নাইট ক্লাব প্রসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে নথি সহ সুদীপ আশিষ

খবরে প্রতিবাদ,১১সেপ্টেম্বর।। শহর আগরতলার বুকে আরবান ডেভেলপমেন্ট ভবনের ছাদে নির্মিত বার কাম নাইট ক্লাব প্রসঙ্গ নিয়ে গোটা রাজ্য ব্যাপি তীব্র আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে। এই নিয়ে দফায় দফায় বিরোধী শিবির এর বহু নেতৃত্ব প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তবে এবার নথি পত্র সঙ্গে নিয়ে এই গোটা বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করতে বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলন এর আয়োজন করা হয় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে। বৈঠকে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, সুদীপ রায় বর্মণ উক্ত নাইট ক্লাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে বেশ কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন। প্রথমত , মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা জানিয়েছেন যে উনি এই নাইট ক্লাব এর বিষয় জানতেন না। উনার এই মন্তব্য কে ঘিরে আশ্চর্য জনক ভাবেই প্রতিক্রিয়া দেন সুদীপ বাবু। উনার নিজের এলাকা তথা ইউডি দপ্তর উনার নিজের অধীনে হওয়া সত্বেও উনাকে অজ্ঞাত রেখে কিভাবে একটি নাইট ক্লাব খোলা হল ? তাছাড়া , এই বিল্ডিং টি মূলত পুরো নিগম এর অধিকৃত বিল্ডিং ছিল না। বাম আমলে এই বিল্ডিং টি রোজ ভ্যালি দ্বারা নির্মাণ কালে একে অপরিকল্পিত বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং নোটিশ ও ইস্যু করা হয়। এই বিল্ডিং এ ফায়ার লাইসেন্স অবর্তমান। এছাড়া এই বিল্ডিং টি নির্মাণে পুরো নিগম অনুমতি দেয়নি। তার কারণ দর্শীয়ে উনি বলেন, রোজ ভ্যালি তৎকালে রবীন্দ্র ভবন এর বেশ কিছুটা জমি দখল নিয়ে দুই স্থানের মাঝে প্রাচীর তুলেছিল। সুতরাং, এই বিল্ডিং টি মূলত একটি বেআইনি নির্মাণ, অপরিকল্পিত নির্মাণ এবং সরকারি খাস জমি দখলি কৃত নির্মাণ। এর পাশপাশি তিনি পুরো নিগম কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স এর কপি দেখিয়ে বলেন, লাইসেন্স এ ব্যবসার নাম দেওয়া হয়েছে রেস্ট্যুরেন্ট (বিগ)। কোথাও বার কিংবা নাইট ক্লাব এর উল্লেখ নেই। কিন্তু এক্সাইজ তাদের কে জানুয়ারি মাসের কোনো এক সময় বার এর লাইসেন্স দেয়। এই বার লাইসেন্স পেতে ত্রিপুরা ফায়ার রুলস অনুযায়ী ফায়ার লাইসেন্স নিতে হয়। কিন্তু এই বিল্ডিং এর কোনো ফায়ার লাইসেন্স নেই। এছাড়াও যে ওভাল নামক কোম্পানি এই রেস্তোরাঁ, বার বা নাইট ক্লাব নির্মাণ করেছে তাতে তারা ঐ বিল্ডিং এর ছাদটি বর্ধিত করেছে। যার নির্ধারিত উচ্চতা ১৮ মিটার এর বেশি হতে পারবেনা। আর সেই অনুমতি তাদের কে দিতে পারে একমাত্র ইউডি দপ্তর। কিন্তু তাদের কাছে এই অনুমতি পত্র ও নেই। সার্বিক ভাবে দেখতে গেলে, এতো গুলো ত্রুটি থাকা সত্বেও কি এমন শক্তি কাজ করছে এর পেছনে যে সম্পূর্ণ অনৈতিক ভাবে এই বার / নাইট ক্লাব খোলার অনুমতি তারা পেয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমস্ত তথ্য তুলে ধরে এই কথাগুলো বলেন সুদীপ রায় বর্মণ। পাশাপাশি অতিসত্বর এই বার / নাইট ক্লাব এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের ও দাবী তুলেন।

সম্পাদকীয়

২ বর্ষ, শুক্রবার,২৬ ভাদ্র, ১৪৩২ বাংলা

শহুরে জীবনে নাইট ক্লাবের হাতছানি

রাতের নিস্তব্ধতা মানে দিনভর এর ক্লান্তি কাটানোর একটা সুন্দর সময়। শরীর কিংবা মনের বিশ্রাম নেবার এই সময় যদি কোলাহল ও দুশ্চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় তবে জীবন দুর্বিসহ। আগরতলা বাসী এতকাল যাবৎ রাতের আধার কে ততটা ভয় পাননি যতটা না এখন পাচ্ছেন। তার কারণ, একদিকে যেমন রাতের আধারে অপরাধ এর মাত্রা বেড়েছে তেমনি অন্যদিকে রাজধানীর বুকে আমদানি করা হয়েছে এক নতুন সংস্কৃতি ' নাইট ক্লাব ' ! এই ক্লাব সেই আড্ডা দেওয়ার ক্লাব মোটেও নয়। এই ক্লাব হচ্ছে সীমাহীন, বাঁধা বিপত্তি বিহীন, রঙিন ছলছল জলের গ্লাসে ডুবে যাওয়া আর মাতাল নেশায় গোটা শরীর হেলিয়ে দুলিয়ে নৃত্য করা। হ্যাঁ, রাতের আঁধার কে অনেকে এভাবেও উপভোগ করেন। তবে সেটা এতকাল বাইরের রাজ্যে, বিদেশে কিংবা সিনেমার পর্দায় দেখা গেছে। আগরতলা তে এই প্রথম। তাও একেবারে শহরের বুকে, যার পাশে আবার রয়েছে একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ। হ্যাঁ, তবে সভ্য শহরবাসীর ভয় কোথায় ? ভয় তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কে নিয়ে। এই নাইট ক্লাব গুলো উঠতি বয়সের যুবক যুবতী দ্বারা পরিপূর্ণ। অধিকাংশই কাপল। অধিকাংশের বাড়ি ঘরে তাদের অভিভাবকরা জানেনা তারি এঙ্গ নাইট ক্লাব এর রঙ চঙে ডুবে আছে। আর ক্লাব মানেই সেখানে নেশার পাশাপাশি অপরাধ এর হাতছানি দেওয়াটা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে শহরের সচেতন অভিভাবক মহল এর মধ্যে তাদের সন্তানদের নিয়ে ভয় জন্মানো টা কি খুব অস্বাভাবিক? তাছাড়া এই ধরণের ক্লাব কে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়ে রাজ্যের কিংবা রাজ্য সরকারের ফায়দা টা কোনদিকে? আরো একবার চিন্তা করার প্রয়োজন নয় কি ? এই শহর আরো ভালো কিছু প্রত্যাশা রাখে। আরো ভালো কিছু ডিজার্ভ করে। সেটা দেওয়া গেলে বোধহয় এত সমালোচনাই হতো না।

পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি : ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : রামঠাকুর সংঘ : ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাব: ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ : ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান : ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা : ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমূহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার : ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া : ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইণ্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫।

ক্রোধ যখন দুঃখ যাতনার কারণ হয়

ক্রোধ সর্বদায় মানুষের শারীরিক এবং মানসিক দুঃখ, দৈনতা এবং ক্লেশের কারণ হয়। সুখ এবং দুঃখ মানসিক প্রফুল্ল এবং সজীবতা মানুষের মনে সংযুক্ত থাকে। যেমন শীতকালে কুয়াশা ঘেরা পরিবেশ থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে আবার পরিবেশে কুয়াশার আর্বিভাব ঘটে না। কারণ কুয়াশা বায়ুমন্ডলের বা বায়ু পরিবেশের একটা অবস্থা মাত্র। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, যে গ্রীষ্মকালে এই কুয়াশা কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। সব কিছুই এই বায়ু পরিবেশের মধ্যে রয়েছে, তাই শীতকালের কুয়াশা বায়ু পরিবেশের মধ্যে চলে যায়। ঋতু পর্য্যায়ের কালের অবস্থা অনুযায়ী বায়ু পরিবেশের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। উপরের উল্লেখিত শিরোনাম অনুযায়ী বলা যায় যে মানুষের ক্রোধ সব সময় থাকে না। হঠাৎ মানুষের মনে কোন কারণ বসত ক্রোধের জন্ম হয়। আর ক্রোধ উদ্রেক ঘটলে মানুষের মন থেকে প্রাণ প্রাচুর্য্য অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রফুল্লতা হারিয়ে যায়। সেটা ঠিক যেন মনে হতে পারে ঝলমল করা সূর্য্য রশ্মিকে যেমন এক ফালি কালো মেঘ ঢেকে দিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় এই প্রকৃতি পরিবেশে। ঠিক তদ্রুপ মানুষের স্বাভাবিক মনের মধ্য থেকে যখন ক্রোধের জন্ম হয়, তখন মানুষের মনের স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে ফেলে, যার ফলে মানুষ ভালো মন্দের বিচার করতে অসমর্থ হয়ে পড়েন, তখন মানুষের মনে তীব্র বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। আর মানুষের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার কারণে মনে দুঃসহ যাতনা বয়ে নিয়ে আসে। ক্রোধ সর্বদা মনের মধ্যে অনুতাপের আগুন সৃষ্টি করে। বনে আগুন যদি কখনও লাগে তবে সেই আগুন দেখা যায় এবং সেই আগুনকে নিভানো সম্ভবপর হয়। কিন্তু যদি কোন মানুষের মনে ক্রোধের আগুন একবার সৃষ্টি হয়, সেই আগুন তুষের আগুনের মতো ধিক ধিক করে জ্বলতে থাকে মানুষের মনের মধ্যে। যে আগুন দেখা যায় না, তবুও জ্বলতে থাকে নিশি দিন। ক্রোধের আগুন তৎক্ষনাত নিভানো সম্ভবপর নয় বনের আগুনের মতো। কারণ বাহিরের প্রজ্জলিত আগুনের আকার আয়তনের পরিধি লক্ষ্য করা যায়। আর সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, আগুন নেভানোর। কিন্তু মানুষের মনের ভেতরের ক্রোধের আগুনের পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আর স্বাভাবিক কারণেই যে ব্যক্তি ক্রোধিত হন, তিনিই কেবল উপলদ্ধি করতে পারেন, সেই আগুনের লেলীহান শিখার পরিমাপ বাহির থেকে অন্য কোন মানুষ ক্রোধাগ্নির পরিমাপ করতে পারেন না। উপরের শিরোনাম অনুযায়ী বলা যায় যে ক্রোধ মানুষের মনে কেন জন্মায় আর যার ফলে মানুষ দুঃখ যাতনার শিকার হয়। ক্রোধ আগুন মানুষকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। মানুষের মনে কীভাবে ক্রোধের জন্ম হয়?

একজন আধ্যাত্মিক সাধকের ধ্যান নয়

সারা বিশ্বেই এখন একটা আদর্শিক সংকট চলছে। সবরকম সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে মানবিকতাকে তুলে ধরার মতো ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। যে যার স্বার্থ ও সুবিধা অনুযায়ী কথা বলছেন, পথ চলছেন। এমন বাস্তবতায় সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বামী বিবেকানন্দ পাঠ মানবজাতির জন্য জরুরি কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা আধ্যাত্মিক চিন্তার একজন মহাপুরুষ হিসেবেই দেখতেই অভ্যস্ত। কিন্তু সমাজের জাতিভেদ প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, জাতীয় জীবনে যুব ও নারীদের স্বতন্ত্র গুরুত্বের প্রশ্নে, দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির প্রসঙ্গে তার গভীর অবদানের কথা কখনও অনুধাবন করি না।

বিবেকানন্দের পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ডাকনাম ছিল বীরেশ্বর এবং নরেন্দ্র বা নরেন। তিনি ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি ভারতের উত্তর কলকাতার ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় স্ট্রিটের এক উচ্চবিত্ত বাঙালি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ মানে একজন আধ্যাত্মিক সাধকের ধ্যান নয়। ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ সালের ঐতিহাসিক শিকাগো ভাষণ, এই ভাষণের পর কয়েক মিনিটের করতালি নয়। তিনি এমন একজন মানুষ যিনি জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে জগৎকে আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি একইসঙ্গে ছিলেন একজন সন্ন্যাসী, দার্শনিক, লেখক, সংগীতজ্ঞ এবং উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় অন্যতম সমন্বয়বাদী সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য। তার প্রদীপ হয়ে ওঠার পেছনে ছিল সুগভীর দর্শনের নিশ্ছিদ্র নির্মাণ ও তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদ।

বিবেকানন্দ রাজনীতিবিদ ছিলেন না। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল অহিংস ও সশস্ত্র সংগ্রামের দুটো ধারাই। সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ছাড়া রাজনৈতিক আন্দোলন সফল হয় না। বিবেকানন্দ সেই পথটা তৈরি করে রেখেছিলেন, যে পথে হেঁটেছেন গান্ধীজি। সারা ভারতের সর্বত্রই আধ্যাত্মিক পুরুষেরা তামসিক ভাবাপন্ন ভারতবাসীকে জাগানোর জন্য ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন, যা পরিপূর্ণতা পায় স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। ওই আধ্যাত্মিক আন্দোলনই সম্ভবপর করে তুলেছিল দেশ ও জাতির নবজাগরণ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকে তা চৈতন্যময় করে বেগবান করে দেয়।বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ইংরেজ সভ্যতার তিনটি উপাদান হল তিনটি 'ব'— বাইবেল, বেয়োনেট ও ব্র্যান্ডি। আমাদের দেশের গ্রামে গ্রামে যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে মরছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে পিষছে, নিজেদের তৃপ্তির জন্য আমাদের শেষ রক্তবিন্দুটি শুষে নিয়েছে আর কোটি কোটি টাকা নিজেদের দেশে চালান করেছে। ইংরেজদের কৃতকর্মের প্রতিশোধ ইতিহাস একদিন নেবেই নেবে। (আমেরিকা বক্তৃতা: অগাস্ট ১৮৯৫) এই অগ্নিময় ভাষাই যথেষ্ট ছিল একটা স্থবির, তমসাচ্ছন্ন জাতিকে শতাব্দীর মোহনিদ্রা থেকে জাগ্রত করতে। ১৯০১ সালের ১৩ এবং ১৪ এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দ তরুণ বিপ্লবীদের স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, আমাদের প্রথম দরকার স্বাধীনতা, তাই সর্বপ্রথম ইংরেজদের এ-দেশ থেকে তাড়াতে হবে। জননীর শৃঙ্খলমোচনের জন্য যা প্রয়োজন মনে হবে, তোমরা তা-ই করবে। শুধু মুখের কথা নয়, জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন— এ জীবন শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নয়। এ জীবন পরহিতার্থে ব্যয় করাই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সে জন্য তার সাবধান বাণী আগে নিজে তৈরি হও, তারপর অপরকে তৈরি করো।

তিনি বারবার বলেছেন--- "নিজেকে কর্ম করার যোগ্য যন্ত্র করে তোলো।... হৃদয় ও মস্তিষ্কের যদি বিরোধ দেখ, তবে হৃদয়কেই অনুসরণ করো।" মানুষের এই দুটি যন্ত্রই তাকে মানুষ করেছে। এক মস্তিষ্ক, যা দিয়ে সে বিচার করে আর দ্বিতীয়টি: হৃদয় যা তাকে বিবেচনা দেয়। এই দুটির একটিও বাদ গেলে চলবে না। মস্তিষ্কসর্বস্ব মানুষের কোনও প্রয়োজন নেই। হৃদয়বান মানুষও তার কাছে অপ্রয়োজনীয়। স্বামীজি চেয়েছেন মস্তিষ্ক জোগাবে বুদ্ধি, হৃদয় যোগাবে বোধ আর হাত অর্থাৎ দুটি হাত কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে। শুধু বক্তৃতাসর্বস্ব হলে চলবে না। মানবিক বোধ দ্বারা কাজ, করতে হবে। কাজ কাজ আর কাজ। অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা দূর করতে হবে সমাজের পাপ। সেই পাপ, যা মানুষকে পশ্চাদপদ করে রাখে, অন্ধ কুসংস্কারছন্ন করে রাখে, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে।স্বামীজি যুবকদের এই কাজে অগ্রসর হতে আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ যুবকেরাই দেশের মূল চালিকা শক্তি। তাদের সঠিক পথে চালিত করলে কী-ই না হতে পারে! স্বামীজি বিশ্বাস করেন, প্রত্যেকটি মানুষ পরমাত্মার অংশ, দেবত্ব তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি। সে তার এই অসমান্য শক্তির কথা জানে না। তাই অমন অলস, সংকুচিত। তাকে জানতে হবে তার ভেতরে অসীম শক্তি বিদ্যমান। যখন এই উপলব্ধিতে পৌঁছবে যে সে নিজেই অসীম ব্রহ্মশক্তির অধিকারী, তখন সে নিজের শক্তিতেই চারপাশের পাপ, অনাচার, অন্ধবিশ্বাস, অশিক্ষার মতো জঞ্জাল সাফ করতে শুরু করবে। যুবকদের উদ্দেশে তার স্পষ্ট বক্তব্য "হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে বল আনতে হবে। একটা 'মানুষ' যদি তৈরি হয়, তো লাখ বক্তৃতার ফল হবে।"

ঈশ্বর দর্শনের অন্তর্নিহিত ভাব অনুধাবন করে তিনি বলেছেন, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর/ জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" অর্থাৎ মানুষের সেবা যেন জীবনের মূল মন্ত্র হয়। স্বামীজি দিয়েছেন ত্যাগ ও সেবার মন্ত্র। নিছক কথার কথা নয়, নিজের সমস্ত ভাব তিনি জীবন দিয়ে পালন করে দেখিয়েছেন।

ধর্মের সারকথা যে সহিষ্ণুতা এবং গ্রহিষ্ণুতা, তা বার বার তিনি উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, আমি সেই ধর্মের প্রতিনিধি, যে ধর্ম অন্য ধর্মকে শুধু শ্রদ্ধাই করে না, সব ধর্মকে সমান এবং সত্য বলে মনে করে। এ যেন 'যত মত তত পথ'-এর সরল ব্যাখ্যা। স্বামীজি কুয়োর ব্যাঙের প্রসঙ্গ টেনে সঙ্কীর্ণ ধর্মাচারণের সমালোচনা করেছেন। সাগরের ব্যাঙ হওয়ার যে আহ্বান তিনি পাশ্চাত্যে প্রচার করেন, তারই মর্মবাণী হিসেবে এদেশের মানুষকে জানিয়েছেন— প্রসারণই জীবন, সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। অর্থাৎ, আমাদের ধর্ম উদার এবং বিনত হতে শেখায়। উদ্ধত-সঙ্কীর্ণ সংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব ধর্মরক্ষার পরিপন্থী। তিনি নিরলস ত্যাগ ও সেবা ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সারা বিশ্বে 'মানুষ' গড়ার কাজে জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলি পাঠ করার পরে, সুভাষচন্দ্র অনুধাবন করেছিলেন যে, বিবেকানন্দের শিক্ষার মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতি, দেশাত্মবোধ, নারীদের প্রতি সম্মানবোধ এবং মানবসেবা। সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন, "আমার জীবনে যখন বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটে, তখন সবে পনেরয় পড়েছি। তারপর আমার মধ্যে শুরু হলো এক বিপ্লব। ... তার শিক্ষা থেকে বিবেকানন্দকে এক পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্ব বলেই আমার বোধ হয়েছিল। ... এখন বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথের কথাই ভাবতে লাগলাম।" বিবেকানন্দের প্রধান শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন যে, স্বামীজির আরাধ্যা দেবী ছিলেন তার মাতৃভূমি।সুভাষচন্দ্র ১৯২৯ সালের ২১ জুলাই হুগলী জেলার ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির বক্তৃতায় বলেছিলেন, "উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বাধীনতার অখণ্ডরূপের আভাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়।, এই বাণী যখন স্বামীজির অন্তরের দুয়ার ভেদ করিয়া নির্গত হয়, তখন তাহা সমগ্র দেশবাসীকে মুগ্ধ... করিয়া তোলে। স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া খাঁটি মানুষ হইতে বলেন এবং অপরদিকে সর্বধর্ম সমন্বয় প্রচারের ভিত্তি স্থাপন করেন।" স্বামী বিবেকানন্দের অখণ্ডতার আদর্শই ছিল সুভাষচন্দ্রের আদর্শ, যে আদর্শ শুধু রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির কথা বলেনি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বন্ধনমুক্তির কথাও বলেছিল।বিবেকানন্দের শিক্ষার একটি মূল কথা হলো চরিত্রগঠন ও খাঁটি মানুষ তৈরি করা। তার নিজের কথায়, "সামাজিক ও রাজনীতিক সর্ববিধ বিষয়ের সফলতার মূল ভিত্তিমানুষের সাধুতা। দশটা মানুষ পেলে আমি ভারতবর্ষ উলটে দিতে পারি। কিন্তু মানুষ চাই, পশু নয়।"স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন "আমাদের এখনও জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে। তাই আমরা বেঁচে আছি।" কর্মহীন সন্ন্যাসে বা পুরস্কারহীন অদৃষ্টবাদে তিনি বিশ্বাস করতেন না। বিবেকানন্দ মনে করতেন আমাদের দুর্দশার একটি বড় কারণ নারীর প্রতি অবজ্ঞা। তিনি বলতেন মেয়েদের এমন শিক্ষা দিতে হবে "যাতে চরিত্র তৈরি হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে ... ঐ রকম শিক্ষা পেলে মেয়েদের সমস্যাগুলো মেয়েরা নিজেরাই সমাধান করবে।"

সন্ন্যাসীর উদাসীন ভক্তিভাব নয় বরং এক কর্মীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রজ্ঞা ফুটে ওঠে তার প্রতিটি বক্তৃতায়, লেখায়। আধুনিক সময়ে, 'স্ক্রল' করে এগিয়ে যাওয়ার যুগে, যখন 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর ধারণাকেও পেরিয়ে যাচ্ছি আমরা এক দিকে, আর অন্য দিকে সাম্প্রদায়িকতা আর রাজনীতির খেলায় টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে দেশ ও মানুষ, এমন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দের পুনঃপাঠ প্রয়োজন--- মানুষ, সমাজ ও নিজেকে নতুন ভাবে চিনতে।

তার উত্তরটুকুও থাকবে না

২০১৮ সালে রাজনাথ সিংহ যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ২০২১-এর সেন্সাস বা জনশুমারির সঙ্গে জাতিগণনাও হবে। যার অর্থ, তফসিলি জাতি ও জনজাতিদের সঙ্গে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি বা ওবিসি-দের সংখ্যা কত, তাও গুনে বার করা হবে।

সত্যিই তা হলে, মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ মেনে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ ওবিসি-দের জন্য ২৭ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থার পরে এই প্রথম ওবিসি-দের সংখ্যা জানা যেত। কিন্তু মোদী সরকারের দ্বিতীয় জমানায় রাজনাথ সিংহের বদলে অমিত শাহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বদলের সঙ্গে অবস্থানও বদলে গেল। মোদী সরকার এখন জাতিগণনা করতে নারাজ।

জাতিগণনা দূরের কথা, জনগণনার কাজই ক্রমশ পিছিয়ে চলেছে মোদী সরকার। অতিমারির কারণে জনগণনার কাজে বাধা পড়েছিল। করোনার প্রকোপ কমে আসার পরে সরকারের বাকি সব কাজই চলছে। একমাত্র জনগণনার কাজই শুরু হচ্ছে না। সেই ১৮৮১ সাল থেকে এ দেশে প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনার কাজ হয়। এখন যা পরিস্থিতি তাতে বোঝা যাচ্ছে, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে জনগণনার কাজ হবে না। জনগণনার কাজ শুরুর আগে সমস্ত শহর, গ্রাম, মহকুমার প্রশাসনিক সীমানা বেঁধে ফেলতে হয়। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন রেজিস্ট্রার জেনারেলের দফতর থেকে রাজ্যগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ২০২৩-এর জুন পর্যন্ত তার সময়সীমা বাড়ানো হচ্ছে। প্রশাসনিক সীমানা বেঁধে দেওয়ার তিন মাস পরে জনগণনার কাজ শুরু হয়। প্রথম দফায় পরিবার ও বাড়ির সংখ্যা গোনা হয়। দ্বিতীয় দফায় ওই বাড়িতে কত জন বাস করছেন, তাঁদের সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দুই দফায় জনগণনার কাজ করতে অন্তত ১০ থেকে ১১ মাস সময় লাগবে। এ দিকে ২০২৪-এর মে মাসের আগে মার্চ-এপ্রিলে আগামী লোকসভা নির্বাচন সেরে ফেলতে হবে। যার অর্থ হল, কোনও ভাবেই ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে জনগণনার কাজ শেষ হওয়া সম্ভব নয়। লোকসভা নির্বাচনের দোহাই দিয়ে জনগণনার কাজ লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ফলে, অন্তত তিন থেকে চার বছর জনগণনার কাজ পিছিয়ে যাবে। ১৪০ বছরে এই প্রথম ঠিক সময়ে জনগণনা হবে না।

প্রশ্ন হল, শুধুই কি জাতিগণনা? না কি মোদী সরকার লোকসভা ভোট পর্যন্ত জনগণনার কাজ পিছিয়ে দিয়ে আরও অনেক কিছু থেকেই পালাতে চাইছে?

জনগণনা হলে শুধু জনসংখ্যাই জানা যাবে, তা তো নয়। দেশের মানুষের কত জনের খাদ্য সুরক্ষা দরকার, কত জনকে পাকা বাড়ি করতে দিতে হবে, কত জনের বাড়িতে শৌচাগার তৈরি বাকি, কত মানুষের বাড়িতে নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছে দিতে হবে, কত বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে হবে, এই সব তথ্যও উঠে আসবে। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে কি মোদী সরকার এই বাস্তবের আয়নার মুখোমুখি হতে চাইছে না?

জাতিগণনা নিয়ে মোদী সরকার তথা বিজেপির অস্বস্তি নতুন নয়। বিহারে নীতীশ কুমার জাতিগণনার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ছত্তীসগঢ়, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, কর্নাটকের মতো রাজ্যে জনসংখ্যায় ওবিসি-দের অনুপাত অনুযায়ী সংরক্ষণের দাবি উঠছে। বস্তুত বিজেপি ছাড়া এখন সব রাজনৈতিক দলেরই দাবি, জাতিগণনা হোক। জনসংখ্যায় ওবিসি-দের ভাগ কতখানি, তা গুনে দেখা হোক। ২০০৬-এ পরিসংখ্যান মন্ত্রকের নমুনা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, জনসংখ্যায় ওবিসি-দের ভাগ আনুমানিক ৪১ শতাংশ। জাতিগণনায় সত্যিই সেই হিসাব উঠে এলে ওবিসি-রা ২৭ শতাংশের বদলে ৪১ শতাংশ আসন সংরক্ষণের দাবি তুলবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ওবিসি-দের মসিহা হিসেবে তুলে ধরা বিজেপি কি উচ্চবর্ণের ভাগ কমিয়ে ওবিসি-দের জন্য সরকারি চাকরি-শিক্ষায় আরও আসন সংরক্ষণ করতে পারবে?

কেন্দ্রীয় সরকার তাই এখন বলছে, স্বাধীনতার পর থেকে গত সত্তর বছরে কোনও জনগণনার সময়ই জাতিগণনা হয়নি। অন্য সব বিষয়ে বিজেপি দাবি করে, গত সত্তর বছরে কোনও কাজ হয়নি। মোদী জমানাতেই সব কিছু প্রথম হচ্ছে। কিন্তু জাতিগণনার ক্ষেত্রে মোদী সরকার সত্তর বছরের প্রথা ভাঙতে নারাজ।২০২৪-এর লোকসভা ভোটকে পাখির চোখ করে মোদী সরকার সম্প্রতি খাদ্য সুরক্ষা আইনের অধীন ৮১ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। আইন অনুযায়ী, গ্রামের ৫৫ শতাংশ ও শহরের ৫০ শতাংশ মানুষকে খাদ্য সুরক্ষা দিতে হবে। দশ বছর আগের জনগণনার হিসাবে এই সংখ্যাটা ৮১ কোটি। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান জনসংখ্যার নিরিখে আরও ১০ কোটি মানুষকে রেশন দিতে হবে। জনগণনা হচ্ছে না বলে তাঁরা বিনামূল্যে রেশন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। মোদী সরকার কি এই বাড়তি বোঝা নিতে চাইছে না? না কি সবাইকে বিনামূল্যে রেশন বিলির কৃতিত্ব খাটো হয়ে যাবে ভেবে ভয় পাচ্ছে?

জনগণনা হলে জানা যাবে, দেশে এই মুহূর্তে কতগুলি পরিবার রয়েছে। কতগুলি বাড়ি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় মোদী সরকার সকলের জন্য পাকা বাড়ির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সব বাড়িতে নলবাহিত জল পৌঁছে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। সব বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পে সব বাড়িতে শৌচাগার তৈরি করে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে। মোদী সরকার যত বাড়িতে জল, বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে, শৌচাগার তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেছে, জনগণনা হলে হয়তো দেখা যেতে পারে, বাস্তবে এ দেশে তার তুলনায় পরিবার বা বাড়ির সংখ্যা অনেক বেশি। মোদী সরকার কি ভোটের আগে সেই অস্বস্তির মুখোমুখি হতে চাইছে না? মোদী সরকারের দাবি ছিল, এ বারের জনগণনার সঙ্গে 'ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার' (এনপিআর) তৈরির কাজও হবে। এনপিআর হল জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেন্স বা এনআরসি) তৈরির প্রথম ধাপ। সে সময় বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, নয়া নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) ও এনআরসি-এনপিআর তৈরি করে কি মোদী সরকার বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে ভারতের স্বাভাবিক অধিবাসীর তালিকার বাইরে রাখতে চাইছে? অসমে নাগরিকপঞ্জি তৈরি করতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়ার পরে মোদী সরকার এখন আর এনপিআর নিয়ে উচ্চবাচ্য করে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এখনও সিএএ-র বিধিনিয়মই তৈরি করে উঠতে পারেনি। জনগণনার কাজে গড়িমসির পিছনে কি এনপিআর নিয়ে দ্বিধাও অন্যতম কারণ?

পরিসংখ্যানের সঙ্গে মোদী সরকারের এই লুকোচুরি নতুন নয়। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে পরিসংখ্যান মন্ত্রকের রিপোর্ট জানিয়েছিল, নোট বাতিলের পরে বেকারত্বের হার ৪৫ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। ভোটের আগে সেই রিপোর্ট ধামাচাপা দিয়ে ভোট মিটতে মোদী সরকার সেই রিপোর্ট প্রকাশ করে। তার পরে কোভিড-পর্বেও মোদী সরকার যখনই অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখে পড়েছে, একটাই বাঁধা গতের বুলি শোনা গিয়েছে। তা হল, পরিসংখ্যান নেই। অতিমারিতে কত জন অক্সিজেনের অভাবে মারা গিয়েছেন, লকডাউনে কত জন কাজ হারিয়েছেন, কত জন পরিযায়ী শ্রমিক পায়ে হেঁটে শহর থেকে গ্রামে ফিরতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন, সব ক্ষেত্রেই মোদী সরকারের একটাই উত্তর ছিল। এ বিষয়ে সরকারের কাছে পরিসংখ্যান নেই।

দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কে যথাযথ পরিসংখ্যান না থাকলে কোনও সরকারের পক্ষেই যথার্থ নীতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ, কত মানুষকে কোন সুবিধা দিতে হবে, সেটাই সরকারের জানা নেই। অতিমারির পরে কোনও রাজ্যে নির্বাচন পিছিয়ে যায়নি। নির্বাচনের প্রচারেও কোথাও সমস্যা হয়নি। নতুন সরকার গঠনেও বাধা আসেনি। ২০২৪-এও নির্ধারিত সময়ে ভোট হবে। নতুন সরকার গঠন হবে। আফসোসের কথা হল, সেই সরকারের হাতে দেশের জনসংখ্যা কত, তার উত্তরটুকুও থাকবে না।

'ভারত সর্বদা সাহায্য করেছে'

নয়াদিল্লির প্রশংসা নেপালের সম্ভাব্য ভাবী প্রধানমন্ত্রী সুশীলার, 'মোদীজি'কে নিয়ে কী বললেন

নয়াদিল্লি ঃ আন্দোলন করে নেপালের কেপি শর্মা ওলি সরকারকে গদিচ্যুত করা ছাত্র-যুবরা চান তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের হাল ধরুন। নেপালের সেই প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি জানালেন, পড়শি দেশ ভারতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা রয়েছে। 'সিএনএন-নিউজ১৮'-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে নয়াদিল্লির প্রশংসা করে তিনি বলেন, "ভারত সর্বদা নেপালকে সাহায্য করেছে।" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরও প্রশংসা শোনা গিয়েছে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রাক্তনীর গলায়। প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করে তিনি বলেন, "মোদীজি সম্পর্কে আমার খুব ভাল ধারণা রয়েছে। আমি তাঁকে নমস্কার জানাচ্ছি।"

নয়াদিল্লি ঃ আন্দোলন করে নেপালের কেপি শর্মা ওলি সরকারকে গদিচ্যুত করা ছাত্র-যুবরা চান তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের হাল ধরুন। নেপালের সেই প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি জানালেন, পড়শি দেশ ভারতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা রয়েছে। আন্দোলন করে

হরপ্পার লিপিতে কী আছে? কোন ভাষার সঙ্গে বেশি যোগ? বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিশেষ সম্মেলন ডাকল সংস্কৃতি মন্ত্রক

নয়াদিল্লি ঃ ১৯২১-২২ সালে হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারো সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছিল। ১০৩ বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও সেখান থেকে উদ্ধার হওয়া লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি।

হরপ্পা সভ্যতার লিপিতে কী আছে? পাঠোদ্ধার কি সম্ভব? কোন ভাষার সঙ্গে এই লিপির যোগ সবচেয়ে বেশি? এখনও এমন বহু প্রশ্নের উত্তর অধরা থেকে গিয়েছে। সে সব উত্তর পেতে এ বার বিশেষ সম্মেলনের আয়োজন করল কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক। ১১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে এই সম্মেলন হবে। স্বনামধন্য প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং গবেষকদের সম্মেলন আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে যাঁরা হরপ্পার লিপি নিয়ে কাজ করছেন, সম্মেলনে তাঁরা নিজেদের গবেষণালব্ধ মতামত জানাবেন। সকলের মত বিশ্লেষণ করলে প্রাচীন সেই লিপি নিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলতে পারে, মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা।

১৯২১-২২ সালে হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারো সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছিল। ১০৩ বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও সেখান থেকে উদ্ধার হওয়া লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের এই সম্মেলনে প্রত্নতত্ত্ববিদদের গোষ্ঠী ছাড়াও আমন্ত্রিত এক ক্যানসার বিশেষজ্ঞ, মহাকাশবিজ্ঞানী এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক। সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সূচি অনুযায়ী, ১২ সেপ্টেম্বর মোদী এবং ১৩ সেপ্টেম্বর শাহ অনুষ্ঠানে থাকবেন। এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টস(আইজিএনসিএ)। এটি কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান।

অনেকে এই সম্মেলনে নিজেদের গবেষণাপত্র প্রকাশ করবেন। তবে হরপ্পার লিপি নিয়ে গবেষকেরা এখনও একমত হতে পারেননি। কেউ বলেন, এই লিপি সংস্কৃতে লেখা, কেউ আবার এর সঙ্গে দক্ষিণী কোনও ভাষার সংযোগের দাবি করেন। অনেকে আবার মনে করেন, হরপ্পার লিপির সঙ্গে সাঁওতাল বা গোন্ডির মতো কোনও আদিবাসী ভাষার মিল রয়েছে।

সফওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বহতা মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে হরপ্পা লিপি নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর কথায়, "কোনও গবেষকই হরপ্পা লিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা গিয়েছে বলে দাবি করতে পারেন না। আমার মনে হয়, আমি কাজ কিছুটা এগিয়েছি। এটা কোনও বানানভিত্তিক লিপি নয়। প্রাচীন বাণিজ্য এবং শুল্কনীতি নিয়ে এতে লেখা রয়েছে।" কেন্দ্রের সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রত্নতাত্ত্বিক করুণাশঙ্কর শুক্ল। একটি বইতে তিনি দাবি করেছেন, সিন্ধু নদের পার থেকে যে সমস্ত সিলমোহর উদ্ধার করা হয়েছে, তা আদৌ বাণিজ্যের কাজে ব্যবহার করা হত না। তার নেপথ্য ধর্মীয় কারণ ছিল। প্রধান সিলমোহরে একটি মন্ত্র খোদাই করা ছিল বলে দাবি করেন করুণাশঙ্কর। দিল্লির সম্মেলনে এই সংক্রান্ত আলোচনা করতে পারেন তিনি। নাগপুরের অবসরপ্রাপ্ত প্রযুক্তিবিদ প্রকাশ সালামের আবার দাবি, হরপ্পার লিপির সঙ্গে গোন্ডি ভাষার সম্পর্ক রয়েছে।হরপ্পার লিপি নিয়ে রাজনীতির টানাপড়েনও কম নয়। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন এক বার ঘোষণা করেছিলেন, এই লিপির পাঠোদ্ধার করে দিলে তিনি ১০ লক্ষ ডলার (৮ কোটি টাকা) পুরস্কার দেবেন। উদ্দেশ্য সহজ, যদি কোনও ভাবে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার সঙ্গে এই লিপির মিল পাওয়া যায়, ডিএমকে রাজনৈতিক ভাবে লাভবান হবে। সে ক্ষেত্রে ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার উত্তরাধিকার দাবি করতে পারবে দাক্ষিণাত্য। আবার একই ভাবে একই কারণে সঙ্ঘ পরিবার প্রথম থেকেই হরপ্পা লিপি নিয়ে আগ্রহী। সঙ্ঘঘেঁষা প্রত্নতত্ত্ববিদদের কেউ কেউ দাবি করেন, হরপ্পা এবং বৈদিক সভ্যতার মানুষের মধ্যে খুব একটা তফাৎ নেই। বক্তব্যের সপক্ষে বেশ কিছু যুক্তিও তাঁরা দিয়ে থাকেন। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত আয়োজিত সম্মেলনে সেই সমস্ত প্রসঙ্গই উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ছিনতাইকারীদের খপ্পর থেকে বাঁচতে চলন্ত অটো থেকে ঝুলে পড়লেন মহিলা ! উদ্ধার পথচারীদের, প্রকাশ্যে ভিডিয়ো

নয়াদিল্লি ঃ পথচলতি এক গাড়ির আরোহীর ক্যামেরায় ধরা পড়েছে ভয় ধরানো একটি ভিডিয়ো। ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে এক মহিলা চলন্ত অটো থেকে হঠাৎ করেই বেরিয়ে নেমে পড়ার চেষ্টা করছেন। ছিনতাইকারীদের হাত থেকে বাঁচতে চলন্ত অটো থেকে ঝুলে পড়লেন এক মহিলা। অটোর মধ্যে তিন জন ব্যক্তি তাঁর টাকা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেই তিনি চলন্ত অটো থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন। পঞ্জাবের লুধিয়ানার জাতীয় সড়কে এ ভাবেই অটো থেকে ঝুলতে দেখা গিয়েছে মহিলাকে। সেই ঘটনারই একটি ভিডিয়ো সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে।ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিয়ো। পথচলতি এক গাড়ির আরোহীর ক্যামেরায় ধরা পড়েছে ভয় ধরানো সেই ভিডিয়োটি। ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে এক মহিলা যাত্রী চলন্ত অটো থেকে হঠাৎ করেই বেরিয়ে নেমে পড়ার চেষ্টা করছেন। তাঁর একটি পা বেরিয়ে রাস্তা ছুঁয়ে ফেলার উপক্রম করছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, ওই মহিলার নাম মীনা কুমার। ফিল্লৌর থেকে বাস ধরার জন্য জলন্ধর বাইপাস থেকে একটি অটোয় উঠেছিলেন। চালক ছাড়াও আরও দুই যাত্রী অটোয় ছিলেন। শীঘ্রই, মহিলা বুঝতে পারেন যে চালক-সহ তিন জনই ছিনতাইকারী। গন্তব্যে পৌঁছোনোর পথে পিছনের সিটে বসা এক জন ছিনতাইকারী অটোচালককে গাড়ির গতি কমাতে বলে। তার পর পিছনের সিটে বসা দু'জন মীনাকে কাবু করার চেষ্টা করে। মীনার হাত বেঁধে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে ভয় দেখায় দুষ্কৃতীরা।

১০ হাজার টাকার বেতনের রাঁধুনির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৪০ কোটি টাকার লেনদেন ! পেলেন আয়কর নোটিস

নয়াদিল্লি ঃ মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা রবীন্দ্র কর্মসূত্রে থাকতেন পুণেতে। গত এপ্রিলে আয়কর দফতর থেকে একটি নোটিস পাঠানো হয়েছিল রবীন্দ্রের বাড়িতে। কিন্তু তাঁর পরিবারের সদস্যেরা সেটি বুঝতে না পেরে বাড়িতেই ফেলে রেখে দেন।

রাস্তার ধারে একটি ধাবায় রাঁধুনির কাজ করেন। মাসে ১০ হাজার টাকা বেতন পান। সেই রাঁধুনির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেই নাকি ৪০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। আয়কর দফতরের নোটিস পেয়ে মাথায় হাত পড়েছে মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা রবীন্দ্র সিংহ চৌহানের।

মধ্যপ্রদেশের ভিন্ড জেলার বাসিন্দা রবীন্দ্র ২০১৭ সালে গ্বালিয়রের একটি টোল প্লাজার কাছে কাজ করতেন। সেই সময়ই শশিভূষণ রাই নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর। রবীন্দ্রের দাবি, দু'বছর পরে, ২০১৯ সালে শশীই তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রের বক্তব্য, তাঁকে ভুল বুঝিয়ে তাঁর নামে সেখানে একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও খুলিয়েছিলেন শশিভূষণ। ওই সময় তিনি রবীন্দ্রকে বলেছিলেন, তাঁর 'প্রভিডেন্ট ফান্ড'-এর টাকা ওই অ্যাকাউন্টে ঢুকবে। এর পরে রবীন্দ্র দিল্লি থেকে গ্বালিয়রে ফিরে আসেন। তাঁর পরে কাজের জন্য পুণেতে চলে যান তিনি। দিল্লিতে ওই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কথাও ভুলে যান।

এর পরে দীর্ঘ দিন পুণেতেই কাজ করছিলেন তিনি। গত জুলাই মাসে মধ্যপ্রদেশের বাড়ি থেকে একটি ফোন পেয়ে মাথায় হাত পড়ে যায়। বাড়ি থেকে তাঁকে জানানো হয়, আয়কর দফতরের নোটিস এসেছে। ওই নোটিসে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৪০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার লেনদেনের কথা উল্লেখ করা আছে। তবে এই প্রথম বার নয়, গত এপ্রিলেও আয়কর দফতর থেকে একই ধরনের একটি নোটিস পাঠানো হয়েছিল রবীন্দ্রের বাড়িতে। কিন্তু তাঁর পরিবারের সদস্যেরা সেটি বুঝতে না পেরে বাড়িতেই ফেলে রেখে দেন। পরে জুলাই মাসে ফের চিঠি আসায় ফোন করে রবীন্দ্রকে ঘটনার কথা জানান তাঁরা।

পরিবারের সদস্যদের থেকে ওই ফোন পেয়েই পুণের কাজ ছেড়ে মধ্যপ্রদেশে ফিরে আসেন রবীন্দ্র। আইনজীবীর সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন তিনি। রবীন্দ্রের দাবি, দিল্লিতে ওই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলানোর সময়েই তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে স্থানীয় থানাতেও অভিযোগ জানান রবীন্দ্র। তবে সংবাদমাধ্যম 'এনডিটিভি'কে পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি দিল্লিতে খোলা হয়েছিল। আর্থিক লেনদেনও সেখানেই হয়েছে। গ্বালিয়রে কিছু হয়নি। ওই পুলিশকর্মীর দাবি, অভিযোগকারীকে দিল্লিতে গিয়ে এ বিষয়ে অভিযোগ জানাতে হবে। অন্য দিকে সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়া টুডে' জানিয়েছে, পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর পরেই সুবিধা না মেলায় মধ্যপ্রদেশ হাই কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন ওই ব্যক্তি।

পটনায় আরজেডি নেতা খুন !

জমি বিবাদের জের, সন্দেহ পুলিশের, ছ'রাউন্ড গুলি উদ্ধার

নয়াদিল্লি ঃ পটনার (পূর্ব) পুলিশ সুপার পরিচয় কুমার জানিয়েছেন, বৈশালী জেলার রাঘোপুরের বাসিন্দা তথা আরজেডি নেতা আলা রাই বুধবার রাত ১০টা নাগাদ রাজেন্দ্রনগর টার্মিনালের কাছে ছিলেন।

রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) নেতাকে গুলি করে খুনের অভিযোগ উঠল বিহারের পটনায়। বুধবার রাতে পটনার রাজেন্দ্রনগর টার্মিনালের কাছে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা আরজেডি নেতা রাজকুমার রাই ওরফে আলা রাইকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।পটনার (পূর্ব) পুলিশ সুপার পরিচয় কুমার জানিয়েছেন, বৈশালী জেলার রাঘোপুরের বাসিন্দা তথা আরজেডি নেতা আলা রাই বুধবার রাত ১০টা নাগাদ রাজেন্দ্রনগর টার্মিনালের কাছে ছিলেন। সেই সময় দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর অতর্কিতে হামলা চালায়। সামনেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে আরজেডি নেতার খুনের ঘটনা নিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। সূত্রের খবর, রাঘোপুর বিধানসভা আসনে ভোটে প্রার্থী হওয়ার কথা চলছিল আলা রাইয়ের।

আলা রাইয়ের জমির ব্যবসা ছিল। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ মনে করছে, জমি বিবাদ নিয়ে শত্রুতার জেরে আরজেডি নেতা খুন হয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে রাজনৈতিক কোনও কারণ রয়েছে রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, আরজেডি নেতাকে যেখানে খুন করা হয়, সেই জায়গা থেকে ছ'রাউন্ড গুলির ফাঁকা খোল উদ্ধার হয়েছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে আততায়ীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

দিল্লি-এনসিআরে নাশকতার ছক? বিস্ফোরক, অস্ত্র-সহ তিন জন ধৃত, পাক জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ রয়েছে, সন্দেহ পুলিশের

নয়াদিল্লি ঃ দিল্লি এবং ঝাড়খণ্ড ছাড়াও তল্লাশি অভিযান চলছে মধ্যপ্রদেশ এবং তেলঙ্গানায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সন্দেহভাজন তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ এবং তেলঙ্গানা থেকে।

ঝাড়খণ্ড এবং দিল্লি থেকে বুধবারই দুই সন্দেহভাজন আইএস জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। সেই গ্রেফতারির কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আবার দিল্লি থেকে আরও তিন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হল। ফলে এই নিয়ে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল পাঁচ। দেশের কয়েকটি রাজ্যে জঙ্গি নেটওয়ার্ক সক্রিয় হচ্ছে, গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। সেই অভিযান চলাকালীন বুধবার ঝাড়খণ্ড এবং দিল্লি থেকে দুই সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়।

দিল্লি এবং ঝাড়খণ্ড ছাড়াও তল্লাশি অভিযান চলছে মধ্যপ্রদেশ এবং তেলঙ্গানায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সন্দেহভাজন তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ এবং তেলঙ্গানা থেকে। বুধবার দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেল দিল্লি থেকে অফতাব এবং রাঁচী থেকে আশার দানিশ নামে দু'জনকে গ্রেফতার করে। তাঁদের জেরা করে আরও তিন সন্দেহভাজনের হদিস পায় পুলিশ। তার পরই মধ্যপ্রদেশ এবং তেলঙ্গানা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেল। তার পরই তিন জনকে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করা হয়েছে।তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, এই পাঁচ জন পরস্পরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ এবং তেলঙ্গানা থেকে যে তিন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, তাঁদের কাছ থেকে আইইডি এবং অন্য বিস্ফোরক এবং অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের জেরা করে প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, এই দলটিকে পরিচালনা করছিলেন আশরফ দানিশ। তাঁর সঙ্গে পাকিস্তানের 'হ্যান্ডলার'দের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। বিভিন্ন সমাজমাধ্যম অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন তাঁরা। পুলিশ সূত্রে খবর, ভারতে যুব সম্প্রদায়ের মগজধোলাই করে জঙ্গি কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ করার কাজ করতেন ধৃত পাঁচ জন। শুধু তা-ই নয়, জঙ্গিদলে নিয়োগের দায়িত্বও ছিল ধৃতদের উপর। ধৃতদের জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, দিল্লি এবং এনসিআর-সহ দেশের নানা জায়গায় নাশকতার ছক কষা হয়েছিল। পুলিশের সন্দেহ, ধৃতেরা একিউআইএস (আল-কায়দা ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট) মডিউলের সঙ্গে জড়িত।

রিল বানাতে রেললাইনে শুয়ে পড়লেন তরুণ, উপর দিয়ে ছুটে গেল ট্রেন ! ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই কটাক্ষের ঝড় নেটপাড়ায়

নয়াদিল্লি ঃ বন্ধুর কথা শুনে তরুণও উপুড় হয়ে রেললাইনের উপর শুয়ে পড়লেন। তার পর তরুণের উপর দিয়ে ট্রেনটি জোরে ছুটে গেল। তরুণও চুপচাপ শুয়ে রইলেন।

প্রাণ গেলে যাক, তবু রিল বানানো চাই। রেললাইনে শুয়ে থাকা অবস্থায় মাথার উপর দিয়ে

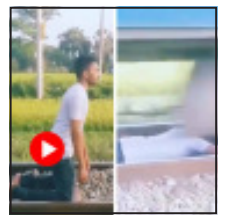

ট্রেন ছুটে যাবে। সেই দৃশ্যটি ক্যামেরাবন্দি করতে চেয়েছিলেন তরুণ। শখ পূরণ করতে রেললাইনের ধারে বন্ধুকে নিয়ে গেলেন তিনি। দূর থেকে একটি ট্রেন আসছিল। তাড়াহুড়ো করে ফোনের ক্যামেরা চালু করে বন্ধুর হাতে ধরিয়ে রেললাইনের উপর শুয়ে পড়লেন তিনি। তরুণের উপর দিয়ে ট্রেন ছুটে গেল। বন্ধুও দুরুদুরু বুকে সেই ভিডিয়ো তুললেন। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমের পাতায় এমনই একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে 'নিধি অম্বেডকর' নামের অ্যাকাউন্ট থেকে এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলের পাতায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে। সেই ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে যে, এক তরুণ রেললাইনের উপর হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছেন। দূর থেকে ট্রেনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। রেললাইনের অনতিদূরে ফোন হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেই তরুণের বন্ধু। তরুণের কাণ্ডকারখানার ভিডিয়ো তুলছেন তিনি। ট্রেন ক্রমশ কাছে আসছে দেখে ভিডিয়ো তুলতে তুলতে তরুণকে শুয়ে পড়ার পরামর্শ দিলেন তিনি।

বন্ধুর কথা শুনে তরুণও উপুড় হয়ে রেললাইনের উপর শুয়ে পড়লেন। তার পর তরুণের উপর দিয়ে ট্রেনটি জোরে ছুটে গেল। তরুণও চুপচাপ শুয়ে রইলেন। ট্রেনটি চলে যাওয়ার পর উঠে পড়লেন তিনি। দু'হাত মুঠো করে জয়ের ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠলেন সেই তরুণ। তার পর রেললাইন থেকে সরে গিয়ে তাঁর বন্ধুর কাছে চলে গেলেন।

বন্ধুও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। এই ভিডিয়োটি সমাজমাধ্যমের পাতায় ছড়িয়ে পড়তেই কটাক্ষের ঝড় বয়ে যায়। তরুণের দুঃসাহস দেখে নিন্দা করেন নেটপাড়ার অধিকাংশ। ভিডিয়োটি দেখে রেল কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ করার জন্য তরুণের নামপরিচয় এবং ঘটনাস্থলের বিবরণ জানতে চেয়েছেন।

বেলজিয়ামের আদালতে শুরু হচ্ছে মেহুল চোকসীর প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া, অবশেষে জানা গেল তারিখ !

নয়াদিল্লি ঃ পিএনবি কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পর ২০১৮ সালের ৪ জানুয়ারি চোকসী ভারত ছেড়ে গিয়েছিলেন। পরে ভারত সরকারের অনুরোধে বেলজিয়ামে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।বেলজিয়ামের আদালতে অবশেষে শুরু হতে চলেছে পিএনবি কেলেঙ্কারির অন্যতম অভিযুক্ত মেহুল চোকসীর প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া। সরকারি সূত্র উল্লেখ করে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা পিটিআই। চোকসীর বিরুদ্ধে ১৩ হাজার কোটি টাকার আর্থিক তছরুপের অভিযোগ রয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি দেশছাড়া। সম্প্রতি চোকসীকে দেশে ফেরানো এবং আইনের আওতায় আনার জন্য ভারত সরকারের তরফে বেলজিয়ামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তার পর তাঁকে গ্রেফতার করে সে দেশের পুলিশ। এ বার শুরু হতে চলেছে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া।পিটিআই জানিয়েছে, আগামী সোমবার বেলজিয়ামের আদালতে চোকসীকে দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। এই সংক্রান্ত শুনানি হবে সিবিআই এবং ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের সমর্থনে। বেলজিয়ামের আদালতে সিবিআই আধিকারিকেরাও উপস্থিত থাকবেন। তাঁরা বক্তব্যের সপক্ষে একাধিক নথি জমা দিতে পারেন। ইতিমধ্যে বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষের হাতে চার্জশিট-সহ অনেক নথি তুলে দেওয়া হয়েছে। চোকসীর বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ, ভারতীয় আইন অনুযায়ী কোন কোন ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে, তা সবিস্তার জানানো হয়েছে।ভারতের অনুরোধে বেলজিয়ামে চোকসীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাঁকে ভারতে আনা হলে নিরাপত্তা কেমন থাকবে, স্বাস্থ্যের যত্ন সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন চোকসীর আইনজীবী। ভারত সরকার জানিয়েছে, জেলে তাঁর জন্য বিশেষ বিছানার ব্যবস্থা থাকবে। দিনরাত চিকিৎসকেরা তাঁকে নজরে রাখবেন। পরিচ্ছন্ন রাখা হবে জেল চত্বর। ফলে কোনও সমস্যা হবে না।ক্যারিবিয়ান দ্বীপরাষ্ট্র অ্যান্টিগা ও বারবুডায় ছিলেন মেহুল। তাঁর সেখানকার নাগরিকত্ব রয়েছে। সেখানে থাকাকালীন তাঁকে ভারতে ফেরানো সম্ভব হয়নি। ২০২৩ সালে চিকিৎসার প্রয়োজনে ওই দ্বীপরাষ্ট্র ছেড়ে তিনি বেলজিয়ামে আসেন। তাঁর স্ত্রী বেলজিয়ামের নাগরিক হওয়ায় এ ক্ষেত্রে তাঁর সমস্যা হয়নি। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে সিবিআই জানতে পারে, চোকসী বেলজিয়ামে রয়েছেন। এর পরেই সে দেশের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানানো হয়। বেলজিয়ামের সঙ্গে এই সংক্রান্ত একটি চুক্তি ২০২০ সালেই করে রেখেছিল ভারত।ভারতের অনুরোধের ভিত্তিতে ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে চোকসীকে গ্রেফতার করা হয়। বেলজিয়ামের একাধিক আদালত তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতের প্রধান হাতিয়ার হল, এখনও চোকসী ভারতের নাগরিক। অ্যান্টিগা ও বারবুডার নাগরিকত্ব পেলেও তাঁর ভারতীয় নাগরিকত্ব এখনও বাতিল হয়নি। পিএনবি কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পর ২০১৮ সালের ৪ জানুয়ারি চোকসী ভারত ছেড়ে গিয়েছিলেন।

রাজ্যের ২১টি বাজারকে ই-মার্কেটে রূপান্তরিত করা হবে : কৃষি মন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ,১১সেপ্টেম্বর।। কৃষকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, কেন্দ্র সরকারের সহায়তায় রাজ্যের মোট ২১টি বাজারকে ই-মার্কেটে রূপান্তর করতে চলেছে। এর মাধ্যমে রাজ্যের কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য অনলাইনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্রি করতে পারবেন। আজ এই ঘোষণা করেন রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। মন্ত্রী আজ ধলাই জেলার কুলাইয়ে নবনির্মিত বাজার এবং নোয়াগাঁও গ্রামে গ্রামীণ জ্ঞানকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

মন্ত্রী জানান, রাজ্যে বর্তমানে মোট ৫৫৪টি কৃষি বাজার রয়েছে। এর মধ্যে ৮৪টি পাইকারি বাজার এবং সেই তালিকায় ২১টি কৃষি উৎপাদন বাজার অন্তর্ভুক্ত। কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার গত সাত বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছে। আমরা মনে করি শুধুমাত্র কৃষিজ উৎপাদন যথেষ্ট নয়। উৎপাদিত পণ্যকে শিল্পপণ্যের মতোই বাজারজাত করার ব্যবস্থা করতে হবে। ২০১৮ সালের আগে সাত বছরে আগের সরকার বাজার উন্নয়নে খরচ করেছিল ২০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। অথচ আমাদের সরকারের সাত বছরে এই খাতে ব্যয় হয়েছে ৩০৩ কোটি টাকা। এর মাধ্যমে স্পষ্ট বোঝা যায় কৃষকদের জন্য সরকার কতটা আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

মন্ত্রী জানান, রাজ্যে মোট ২১টি বাজারকে ধাপে ধাপে ইলেকট্রনিক ন্যাশনাল এগ্রিকালচার মার্কেট -এর আওতায় আনা হবে। তিনি আরও বলেন এই প্রকল্প কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগ। এর মাধ্যমে কৃষকরা বাড়িতে বসেই তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ছবি ও পরিমাণ আপলোড করে দেশের যেকোনো স্থানে সঠিক মূল্যে বিক্রি করতে পারবেন।

মন্ত্রী জানান, প্রথম পর্যায়ে সাতটি বাজার যেগুলো হল পানিসাগর, পাবিয়াছড়া , কুলাই বাজার, তেলিয়ামুড়া, মোহনপুর, সোনামুড়া ও শান্তিরবাজারকে ই-মার্কেটের আওতায় আনা হবে। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১২টি বাজার দশদা , বাছাইবাড়ি, কল্যাণপুর, চম্পকনগর, বিশালগড়, জম্পুইজলা, মেলাঘর, বড়পথারী, নতুন বাজার, গণ্ডা তুইষা ও ছামনু যুক্ত হবে।

প্রতিটি বাজারে অফিস, নিলাম মঞ্চ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, দোকান, ল্যাবরেটরি, গ্রেডিং ও বাছাই ব্যবস্থা, ওজন করার ব্যবস্থা এবং গুদাম নির্মাণ করা হবে। প্রথম সাতটি বাজারের জন্য কেন্দ্র সরকার থেকে ইতিমধ্যে ২.১০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। শেষে মন্ত্রী বলেন আমাদের মূল লক্ষ্য হলো কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা এবং তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মূল্য নিশ্চিত করা কারণ উন্নয়ন ও অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি।

ডাক্তারের বদলি আঁটকে দিতে পারে রাজ্যের মণ্ডল নেতারা

খবরে প্রতিবাদ,১১সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা রাজ্যে এখন সরকারি দফতর গুলো আর মন্ত্রী কিংবা সরকারের কথায় চলে না। এবার সেখানেও আধিপত্য কায়েম রয়েছে মণ্ডল এর। সেকারনেই কি তবে বিরোধীরা বরাবর ত্রিপুরায় মণ্ডল রাজ বিরাজ বলে উল্লেখ করে থাকেন ? এই বক্তব্যের ও পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সম্প্রতি এমনই এক ঘটনা উঠে এসেছে কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। উল্লেখ্য, কমলাসাগরের মধুপুর হাসপাতাল দীর্ঘ সময় যাবত চিকিৎসক স্বল্পতায় জর্জরিত। রোগীর বিছানায় শুয়ে থাকে কুকুর শাবক। নেই ডাক্তার। রোগীরা পরিষেবা পান না ঠিকঠাক। এই নিয়ে বহু বার খবর প্রচার হয়েছে। তারপরেও স্বাস্থ্য দপ্তরের হেলদোল নেই। এরই মধ্যে হাসপাতালের এক ডাক্তার কে বদলি করে দেবার নোটিশ আসে। আর তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে বৃহস্পতিবার পথ অবরোধে সামিল হন এলাকাবাসী। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন পুলিশ। কিন্তু কোনোভাবেই তাদের কে বোঝানো যাচ্ছিলো না। অতঃপর তাদের কে শান্ত করতে এবং পরিস্থিতি শামাল দিতে হাজির হন কমলাসাগর মণ্ডল সভাপতি কাজর সরকার। দাপুটে এই নেতার কীর্তি গাঁথা প্রচুর। উনার কথার নাকি খেলাফ করেন না কেউই। তাই অবরোধ এর ঘটনা জানতে পেরে ছুটে আসেন। এসেই উনি সকলকে আশ্বস্ত করেন যে ডাক্তার কে বদলি করা হবে না। উনি দেখবেন বিষয় টি। উনার আশ্বাস পেয়েই পথ অবরোধ মুক্ত করে দেয় সকলে। উনি দাবী করেছেন যে উনি ডাক্তার কে বদলি হতে দেবেন না। আর এই কথা প্রকাশ পেতেই সবার মনে একটাই প্রশ্ন, তবে কি রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর ও এখন মণ্ডলের নির্দেশে চলে ? যদি তাই হয় তবে মধুপুর হাসপাতালের এই দীর্ঘজীবী সমস্যা সমাধান করতে কেন পারেন নি উনি ? চিকিৎসক স্বল্পতার দরুন বহু বছর যাবত বেহাল অবস্থা এই হাসপাতালের। তবে কেন কাজল সরকার তার ক্ষমতা খাটিয়ে হাসপাতালের সাথে সাথে মধুপুর বাসীর হাল ফেরালেন না ? আশ্চর্য্যয়ের বিষয় নয় কি, যেখানে দফতর একজন সরকারি চাকুরিরত চিকিৎসক এর বদলির নোটিশ ইস্যু করে সেখানে একজন সামান্য মণ্ডল নেতা বলছেন উনি নাকি বদলি হতে দেবেন না। এই ক্ষমতার জোর কতটা , ভাবছেন সাধারণ মানুষ।

কৈলাশহরে বনধ সফল, বাইক নিয়ে বিরোধীতায় বিজেপি মণ্ডল

খবরে প্রতিবাদ,১১সেপ্টেম্বর।। ১১ই সেপ্টেম্বর কৈলা শহরে কংগ্রেস এর পক্ষ থেকে ডাকা হয়েছিল বনধ। ১২ ঘণ্টার এই বনধ কে সফল করতে বিধায়ক বিরজিত সিনহা আগে থেকেই বার্তা দিয়েছিলেন। সেই মোতাবেক এদিন সর্বতোভাবে সফল হয়েছে বনধ। তবে কিছু কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্ত ঘটনা ও ঘটেছে বলে খবর উঠে এসেছে। এদিন একদিকে সকাল থেকে কংগ্রেসিরা পিকেটিং করতে বেড় হয়। তো অন্যদিকে বিজেপি মণ্ডল ও যুবারা মিলে কয়েক হাজার বাইক নিয়ে মিছিল করতে করতে সকল কে বনধ প্রত্যাহার করার আহ্বান জানান। কিন্তু আঁখেরে দেখা যায় বেরিশভাগ অংশেই এই বনধ কে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে যারা অন্যান্য জেলা বা মহকুমা থেকে কৈলা শহর যানবাহন নিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের মধ্যে বহু যান চালক দের কে আঁটকে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ পুলিশ নাকি কিছু কিছু যানবাহন চালকদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে তাদের কে ছেড়ে দিয়েছে। অন্যদিকে একাংশ আবার গাড়ি চালক দের কে মারধোর ও করেছে, গাড়ি ভাংচুর ও করেছে। এই নিয়ে কিছু কিছু স্থানে উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি হয়। তবে এদিন সার্বিক ভাবে পুলিশ প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা কায়েম ছিল। যার ফলে দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে কোনো ধরণের সংঘাত ঘটার ঘটনা ঘটেনি। এদিকে পুলিশ সুপার সুধাম্বিকা আর জানিয়েছনে ছোট খাট বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটলেও কেউ হথাহত হননি। এধরণের বনধ অসাংবিধানিক। তবে শান্তি পূর্ণ ভাবে যাতে বনধ পালিত হয় সেই আহ্বান জানানো হয়েছে। বনধের বিরোধিতায় রাস্তায় নামে ভারতীয় জনতা পার্টি। কৈলাসহর মন্ডলের সভাপতি প্রীতম ঘোষের নেতৃত্বে সকাল থেকেই কয়েক হাজার বাইক শহরের বিভিন্ন এলাকায় নেমে পরে এবং পরিদর্শন করে বিজেপি কর্মীরা। মণ্ডল সভাপতি প্রীতম ঘোষ বলেন" জনবর্জিত কংগ্রেস যে কর্মনাশা বনধের ডাক দিয়েছে তা প্রত্যাহার করার জন্য আমরা মানুষকে সচেতন করছি। সবাইকে কাজে ফেরার আহ্বান জানাচ্ছি।" যদিও , শহরের পূর্ত দপ্তর, মহকুমা শাসকের অফিসের উর্দতন কর্তাদের উপস্থিতি ছাড়া তেমন আর কোনো কারো সমাগম দেখা যায়নি। সর্বত্রই দোকানপাট অধিকাংশ ক্ষেত্রে বনধ সমর্থনে বন্ধ দেখা যায়। সব মিলিয়ে কংগ্রেসের ডাকা এই বনধ সফল হয়েছে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

পুরো নিগমের অপরিকল্পিত ড্রেন সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে চরম দুঃখের কারণ

খবরে প্রতিবাদ,১১সেপ্টেম্বর।। শহর আগরতলার বুকে এখন চলাচল করতে গেলে আপনার এক মুহূর্তের জন্যে ইচ্ছে করবে যে না, বরং ঘরেই

থাকা যাক। এক দিকে বর্ষা কাল তো অন্যদিকে পুরো নিগমের ড্রেন সংস্কারের কারণে দিকে দিকে রাস্তা ঘাটের ভগ্ন দশা। সব মিলিয়ে কাদায় জলে লুটোপুটি খাচ্ছে যাত্রী সাধারণের স্বাভাবিক জীবন জাপন। এই অবস্থায় ক্ষোভে দুঃখে মস্তিস্ক কাজ করছে না মানুষের। উন্নয়ন এর বিরুদ্ধে আমরা কেউই নই। তবে উন্নয়ন মূলক কাজ হওয়া চাই সুপরিকল্পিত এবং মানুষের সুবিধার জন্য। নাকি মানুষ কে নিত্যদিন অসুবিধায় ফেলে। কিন্তু আগরতলা পুরো নিগম কর্তৃক শহর জুড়ে যে সংস্কার যজ্ঞ শুরু হয়েছে তাতে করে হিতে বিপরীত হচ্ছে আরও বেশি। রাজধানী আগরতলা শহরে প্রাণকেন্দ্র স্মার্ট সিটির রাস্তা এখন কাদায় জলে পরিপূর্ণ। ১০০ মিটার দূরত্ব আছে দ্বা.দ্র.ত্ব অফিস। মুক্ত ধারা প্রক্ষা গৃহে রাস্তাঘাট ঠিকঠাক করে দেবার প্রশ্নে গাল ভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে পিডবলু ডি দপ্তর। কিন্তু কোথায় কাজে মিল নেই। জেইল আশ্রম রোড এলাকায় ড্রেন সংস্কার এর নামে দুধারে রাস্তা কাঁটা তো হয়েছে বটেই তার সাথে রাস্তার মাঝ বরাবর হয়েছে বিশাল কায় গর্ত। ভরে আছে জল। যানবাহন, ছোট গাড়ি, রিক্সা — যাত্রীদের নিয়ে জাতায়াতে নিত্যদিন ভোগান্তির শিকার। ভোগান্তিতে শহর বাসী। রোজ এই নিয়ে ক্ষোভে ফুসছেন জনগণ। কিন্তু হেলদোল নেই দপ্তরের। সামনে পুজো , তার আগেই যদি আগরতলার চেহারার পরিবর্তন না ঘটে তবে পুজোয় দর্শনার্থীদের যে কি বেহাল দশা হতে চলেছে তা ভাবলেই অবাক বনে যেতে হয়।

শ্মশানে মেয়র, সৎকারের কাজে উন্নয়নের ছোঁয়া এনে দিতে তৎপর

খবরে প্রতিবাদ,১১সেপ্টেম্বর।। মৃত্যুর পর শ্মশানে নিয়ে যাওয়া শব দেহ সৎকার করার ক্ষেত্রে আরও উন্নত পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে আগরতলা পুরো নিগম। আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বৃহস্পতিবার আগরতলা স্থিত বটতলা মহাশ্মশান পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি জানান, মহা শ্মশানে সৎকার কাজ করতে এসে প্রায়শই বিভিন্ন সমস্যায় পড়েন মানুষ। তাছাড়া তাদের নানা বিধ দাবী দাওয়া ও থেকে থাকে। রাজ্য সরকার যেখানে বিনামূল্যে দেহ সৎকারের কাজ করানোর জন্যে এই মহা শ্মশানে সব ধরণের ব্যবস্থা রেখেছে সেখানে কিছু কিছু অশাধু লোক অর্থ লুট করার ফন্দী আঁটছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এই সব কিছু খতিয়ে দেখতে এবং মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখে তাদের কে আরও উন্নত পরিষেবা দিতে বদ্ধ পরিকর আগরতলা পুরো নিগম। তাই এদিন শ্মসান পরিদর্শন করে আও কিভাবে মানুষ কে সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় তা খতিয়ে দেখা হয়। এছাড়া কাউন্সিলর এবং অন্যান্য আধিকারিক দের সাথে এই নিয়ে আলোচনা করা হয় বলে জানান মেয়র।

সরকারি দাবিদাওয়া পূরণের জন্য রেশন ডিলারদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে: খাদ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ,১১সেপ্টেম্বর।। সকল ন্যায্য মূল্যের দোকানের মালিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তাহলে সরকারের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে সরকারি সুযোগ সুবিধা ও দাবিদাওয়াগুলি পৌঁছে দিতে। রাজ্যের রেশন ডিলাররা সংঘবদ্ধ না থাকলে রাজ্য সরকারও তাদের সাহায্যে উৎসাহ হারাবে। আজ ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি সদর এএমসি কমিটির ৮ম ত্রৈ-বার্ষিক সম্মেলনে একথা বলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সকল সরকারি ন্যায্য মূল্য দোকানের মালিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। প্রত্যেকে সঙ্ঘবদ্ধ থেকে সরকারের সঙ্গে জনগণকে পরিষেবা প্রদান করতে হবে। এছাড়াও সমিতির যা দাবিদাওয়া রয়েছে সেগুলি মন্ত্রী বিবেচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অতি সম্প্রতি সমিতির এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করে যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। সরকার সমিতির পাশে থাকবে। কিন্তু সকল ন্যায্য মূল্যের দোকান মালিকদের ঐক্যবদ্ধ থেকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তবেই সরকার তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারবে। এবং ন্যায্য মূল্যের সরকারি সুযোগ-সুবিধাগুলি জনসাধারণ পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হবে। তিনি আরো বলেন, আজ এই বার্ষিক সম্মেলনে সরকারি ন্যায্য মূল্য দোকান পরিচালন সমিতির যে কমিটি গঠিত হয়েছে সে কমিটির কাজকর্ম আগামী মার্চ মাস ২০২৬ পর্যন্ত দেখা হবে। যদি কমিটির কোনো সদস্য সঠিকভাবে নিজের দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে পরবর্তী সময় সেটি বিবেচনা করে দেখা হবে।

বিশালগড় পুলিশের তৎপরতায় গ্রেফতার আরও এক চোর

খবরে প্রতিবাদ,১১সেপ্টেম্বর।। বিশালগড় থানার নতুন দায়িত্ব প্রাপ্ত ওসি বিজয় দাস এর তৎপরতায় বিশালগড়ে কিছুটা হলেও চোর চক্রের পায়ের তোলার মাটি খস্তে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই বিশাল গড়ের একাধিক চুরি কাণ্ডের সাথে জড়িত চোর চক্র কে ধরতে সফল হয়েছে পুলিশ। এরই মধ্যে বিশালগরের শনি মন্দির ও কালি মন্দিরে চুরির ঘটনা সংগঠিত হবার খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক তদন্তে নেমে এক চোর কে গ্রেফতার করলো বিশালগড় পুলিশ। গ্রেফতার যুবকের নাম বিপ্লব দাস। ৭ তারিখ রাতে জাঙ্গালিয়া স্থিত কালি ও শনি মন্দিরে এই চুরি ঘটে। তখন এই চুরির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি মামলা গৃহীত হয় , যার নম্বর ৮৬/ ২৫ এবং ঘটনার তদন্তে নামে বিশালগড় থানার পুলিশ প্রসেঞ্জিত দেবনাথ। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বিপ্লব দাস কে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গেছে সে নানা বিধ নেশা সেবন করে এবং সেই নেশার টাকা জোগাড় করতেই সে চুরি কাণ্ড সংগঠিত করে চলেছে। এদিন ও পরপর ৩ জায়গায় এই চুরি কাণ্ড ঘটায় সে। তার সঙ্গে আরও অনেকে জড়িত থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে প্রেরন করে রিমান্ড চাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ওসি বিজয় দাস।

সাম্প্রদায়িক বিষ ঢালছে বিজেপি - মানিক দে

খবরে প্রতিবাদ,১১সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা সিআইটিইউ সংগঠনের ডুকলি মহকুমার ৫ম তম সম্মেলন সম্পন্ন হয়ে গেল বৃহস্পতিবার।

এদিন আগরতলা মেলারমাথ স্থিত ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সিআইটিইউ সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভাপতি মানিক দে। এছাড়াও সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা মজুদ ছিলেন। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানিক দে বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। রাজ্য ও দেশব্যাপী সর্ব সাধারণ কে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু গুলো থেকে নজর ঘুড়িয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢেলে দিয়ে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে এই সরকার। বামফ্রন্ট এর শ্রমজীবী সংগঠন গুলো যেখানে, কাজ , খাদ্য , কর্ম সংস্থান, দ্রব্য মূল্য হ্রাস এর ইস্যু নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সেখানে বিজেপি আরএসএস হিন্দু মুসলিম করতে ব্যস্ত। এদিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে এভাবেই শাসক দল কে বিঁধলেন মানিক দে।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751